ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL. 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ক্যাডার প্রসঙ্গ

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, মস্তানি এসব এখন পুরোনো, নিত্যদিনকার ঘটনা। এ সন্ত্রাস প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢা. বি. থেকে শুরু করে দেশের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়, আনাচ-কানাচের কলেজ, মেডিকেল কলেজ চত্বর মাড়িয়ে এখন নতুন করে হানা দিয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে। তারপর একদিন হয়তো দেখা যাবে দেশের হাইস্কুল, মাদ্রাসাগুলোর পবিত্র অঙ্গন ঘিরে কয়েকজন ছাত্র জোট বেঁধে (স্থানীয় কোনো নেতার পরামর্শে) মিনিট দশেক আলাপ করে স্যারের অনুপস্থিতিতে (বা সরব উপস্থিতিতে) ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে বলবে, 'আমরা অমুক দলের নেতা (!)। আমরা অমুক আদর্শে (!) বিশ্বাসী। তোমরা এসো আমাদের সঙ্গে। সুযোগ মতো তারাই একদিন স্কুলে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ডাকবে। আর যারা এসবের বিপক্ষে থাকবে তারাই হবে সন্ত্রাস, নির্যাতনের শিকার।

ওরা হয়তো তখন ভাববে না রাজনীতি করে দেশ বা ধর্মকে 'ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা' করার আগে পিতামাতা, অভিভাবকের ছাত্রদের হয়তোবা বোঝানো হবে— 'এটা তোমাদের অধিকার-কর্তব্য'।

সম্প্রতি আমার এক ছোট ভাই কলেজে একটি সমস্যা নিয়ে গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্যারের কাছে। 'এখন সময় নেই যাও।'—অনেকটা ধমকের সুরে স্যার তাকে এ কথা বলে ফিরিয়ে দেন। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি পায় একরাশ অবহেলা। এর ঠিক পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই ঐ একই সমস্যা যখন কলেজের এক নেতা (ক্যাডার) ভাই নিয়ে গেলেন, দেখা গেলো স্যার যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি সমস্যাটি শুনে, একেবারে সমাধান করার পথ বাতলে দিলেন। স্যার সাধারণ ছাত্র ভেবে যে কাজটি কিছুক্ষণ আগেও (সময়ের দোহাই তুলে) করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন, দেখলাম তিনিই এবার নেতা ভাইটির কাছে রীতিমতো দুগ্ধপোষ্য শিশু। এমনটি প্রায়ই হচ্ছে। কেন হচ্ছে? তাহলে কি একাধারে বিমাতাসুলভ আচরণ অন্যদিকে দুষ্টের তোষণ করে করে আমাদের এসব সম্মানিত শিক্ষকই তথাকথিত ক্যাডারতন্ত্রের ভিত্তি আরো মজবুত, সুসংহত করে দিচ্ছেন না? এই ঘটনা কি একজন সাধারণ ছাত্রকে ক্যাডার হতে অনুপ্রাণিত করে না?

বিনায়ক চক্রবর্তী শুভ
দাড়িয়াপাড়া, সিলেট-৩১০০।